

শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ!

■ চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় এক শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে অপর শিক্ষকদের প্রায় ১৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকা ধোপাছড়ি ইউনিয়নের ছামুকছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমীর হোসেন আত্মসাতের এ অভিযোগটি করেন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা যায়, বিগত ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকার বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করা হয়। সেই সুবাদে চন্দনাইশ খুনিয়ার পাড়া রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মীর মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন শিক্ষক নেতা হিসেবে জাতীয়করণের গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর সুকৌশলে মন্ত্রণালয়ে নানাবিধ কাজ এবং বকেয়া বেতন উত্তোলনের কথা বলে ধোপাছড়ি শামুকছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতবাড়িয়া মোহাম্মদ খালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দোহাজারী সানোয়ারা ফার্ম

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট হতে নগদ এবং অলিখিত সোনালী ব্যাংকের চেকের মাধ্যমে প্রায় ১৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। শিক্ষকরা তাদের দেওয়া অলিখিত ব্যাংক চেক ফেরত চাইলে তাদের নানাভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

অভিযুক্ত শিক্ষক নেতা খুনিয়ারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মীর মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন জানান, আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। অভিযোগকারী শিক্ষক আমীর হোসেন নিয়োগপত্র জালিয়াতি করে প্রধান শিক্ষক হয়েছেন। অথচ সরকারি গেজেট (২য় পর্ব) স্মারক নং-৪০৭/১৩ মতে, আমীর হোসেন একজন সহকারী শিক্ষক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের নামে গত ১৭ মার্চ অ্যাডভোকেট বদিউল আলমের মাধ্যমে উকিল নোটিশ প্রেরণ করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে চন্দনাইশ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলম সিরাজীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগের কথা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি তদন্তের জন্য শীঘ্রই তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

ব্যানবেইস পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাপ্তি নং.....	
তারিখ.....	
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	
স্বাক্ষর	